122

তারিখ ... 18 APR 1994 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

দৈনিক জনকণ্ঠ

কিশোরগঞ্জে ৩৪৩টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ব্যাহত

কিশোরগঞ্জ থেকে সংবাদদাতা।- কিশোরগঞ্জ জেলার ১৩টি থানার ৩শ' ৪৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে সরকারীকরণের অপেক্ষায় রয়েছে। ফলে এ সমস্ত বিদ্যালয়ে সহস্রাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা বছরের পর বছর ধরে বিনা পারিশ্রমিকে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞানের আলো দান করছেন। তাদের একমাত্র আশা বিদ্যালয় সরকারীকরণের পর তাদের দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের অবসান ঘটবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, জেলায় ২শ' ৬টি রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত ও ১শ' ৩৭টি রেজিস্ট্রেশনবিহীন বিদ্যালয় রয়েছে। ঐ সমস্ত বিদ্যালয়সমূহে ৫৭ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষাগ্রহণ করছে। রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রতি মাসে সরকার হতে মাত্র ৫শ' টাকা পেয়ে থাকেন। রেজিস্ট্রেশনবিহীন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এটা হতেও বঞ্চিত হচ্ছেন। সরকারীকরণের মন্থর প্রক্রিয়ার কারণে তাদের মনে চরম হতাশা বিরাজ করছে। কেবলমাত্র শিক্ষকতার মহান আদর্শের কথা বিবেচনা করে ও ভবিষ্যতের সুযোগ-সুবিধার আশায় অনেকে সমগ্র জীবনটাই বলতে গেলে এই পেশায় কাটিয়ে দিয়েছেন।

অন্যদিকে অধিকাংশ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়েই বর্তমানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। জরাজীর্ণ গৃহ, চেয়ারসহ শিক্ষা উপকরণের অভাবের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটছে। ঝড় বা বন্যায় বিধ্বস্ত বিদ্যালয়গুলো স্থানীয় উদ্যোগ ও অর্থাভাবে মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে না। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বৈঠকখানা ঘরে কিংবা গাছতলায় বসে পাঠ গ্রহণ করছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে পানীয় জল, শৌচাগার ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে।